Our stand on Unified SSC Structure

শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ

তথাকথিত একমুখী শিক্ষা ব্যবস্তার নামে প্রতরণার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াও : দেশবাসীর প্রতি আহ্বান

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা হয়তো ইতোমধ্যে জেনেছেন যে সরকার বেশ চুপিসারে আগামী ২০০৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে সাধারণ শিক্ষায় মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে যে তিনটি বিভাজন রয়েছে (বিজ্ঞান, বানিজ্য ও মানবিক শাখা) তা বাতিল করে তদস্থলে সকলের জন্য একটি একীভুত মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছেন। এই নতুন পদ্ধতিতে আগামী ২০০৮ সালে যে মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তা হবে এই সমন্বিত পাঠ্যসূচীর ভিত্তিতে- এখানে বিজ্ঞান, বানিজ্য বা মানবিক শাখা বলে কোন কিছু থাকবে না- সবাইকে একই পাঠ্যসূচী অনুসরণ করতে হবে।

দেশবাসী, আপনারা জানেন যে ১৯৭১ সালে একটি সশস্ত্র লড়াই করেছিলাম শুধু একটি রাষ্ট্র বা একটি নতুন পতাকার জন্য নয়- স্বাধীনত অর্জন ছাড়াও এর মূল অঙ্গীকার ছিল একটি বহুমাত্রিক সমসমাজ প্রতিষ্ঠার, আর সেই অঙ্গীকার আমরা ধারণ করেছিলাম আমাদের সংবিধানে যেখানে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে একটি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠনের। আমারা চেয়েছিলাম এই অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটুক আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থায়, যে শিক্ষা ব্যবস্থা একটি পরমতসহিষ্ণু ইহলৌকিক ও বহুমাত্রিক সমাজব্যবস্থা - যার অর্থনৈতিক ভিত হবে সমাজতন্ত্র ও রাষ্ট্র কাঠামো হবে গণতান্ত্রিক এবং উৎপাদনমুখী, তৈরীতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা হবে সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, সেক্যুলার, বিজ্ঞানভিত্তিক ও একমুখী।

কিন্তু ১৯৭৪ সালে বিজ্ঞানী কুদরাৎ ই খুদার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের সুপারিশে আমাদের প্রত্যাশা ও অঙ্গীকারের কিছুকিছু দিক প্রতিফলিত হলেও পরবর্তীকালে শিক্ষা বিষযক অন্যান্য প্রতিবেদনগুলো বিপরীত পথে হেটেছে। ইতোমধ্যে সংবিধানকে ইসলামের লেবাশ পরানো হয়েছে, এবং সেই আলোকে আমাদের চলতি শিক্ষা অবকাঠামোতে নানা স্তরে ধর্মীকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বাধ্যতামূলক করিয়ে সুক্ষভাবে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থটির সেক্যুলার চরিত্রকে হত্যা করা হয়েছে এবং শিক্ষা কার্যক্রমে একটি ধর্মীয় ঝোঁক বা প্রবণতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে আমাদের আশঙ্কা আমাদের ঐতিহ্যিক বহুমাত্রিক সমাজ একদিকে অসহিষ্ণু, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও মুক্তচিন্তা-অক্ষম হয়ে উঠবে, অন্যদিকে একে করে তুলবে ভোগবাদমনস্ক। এ ব্যাপারে বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী পরিষ্কার ঃ

১। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ২০০৩ সালে মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছে ঃ "সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তেলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে।"